Subject - 2nd language Bengali
Answers Keys
Class -IX

পদ্য: 'সিঁড়ি' – সুকান্ত ভট্টাচার্য

১।ক) আলোচ্য অংশটি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত 'সিঁড়ি' কবিতাটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য অংশের বক্তা হলেন সিঁড়ির প্রতীকে সমাজের গরিব খেটে-খাওয়া শোষিত, নিপীড়িত মানুষের হয়ে স্বয়ং কবি।

খ) আলোচ্য অংশে 'তোমাদের' বলতে সমাজের শীর্ষে শিখরবাসী অহংকারী ধনিক অভিজাত বড়লোক স্বার্থপর শ্রেনীদের বোঝানো হয়েছে। যারা যুগ যুগ ধরে গরিব মানুষদের খাটিয়ে নিজেরা মুনাফা লাভ করেছে। যারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ উপরতলার মানুষ হিসাবে পরিচিত আলোচ্য অংশে তাদের 'তোমাদের' বলা হয়েছে।

গ) আলোচ্য অংশে সমাজের শীর্ষে শিখরবাসী অহংকারী অভিজাত বড়লোক স্বার্থপর শ্রেনীদের 'গর্বোদ্ধত অত্যাচারী' বলার কারণ হল এইসব শ্রেণীর মানুষেরা গরিব মানুষের পরিশ্রমের ফসল দিনের পর দিন নিজেদের ঘরে তুলে চলেছে। এইসব গরিব মানুষদের কাঁধে ভর করেই বড়লোকেরা ঐশ্বর্যের শীর্ষে উঠেছে। কবির মতে মানুষ যেমন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় তেমনি বড়লোকরা গরিবদের পীড়ন করে, তাদের মাড়িয়ে আরো ধনী হয়ে ওঠে আর নিচে পড়ে থাকে খেতে না পাওয়া, তাদের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত গরিব মানুষেরা। বড়লোকেরা সিঁড়ির প্রতীকে গরিব মানুষদের ব্যথা, দুঃখ বোঝেনা। কবির মতে তারা সুকৌশলে ঢেকে দিতে চায় তাদের অত্যাচারের চিহ্ন এবং তাদের অহংকারী, গর্বিত রূপটিকেও তারা আবৃত করে রাখে মেকী ভালোমানুষীর মাধ্যমে।

ঘ) আলোচ্য অংশে বক্তা অর্থাৎ সিঁড়ি রূপে বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি মনে করেন যে চিরকাল এইভাবে নিজেদের অত্যাচারের কাহিনীকে বড়লোকেরা গোপন রাখতে পারবে না। একদিন তা সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তারাও একদিন মুখ থুবরে পড়বে এই মাটির বুকে গর্বোদ্ধত মোঘল সম্রাট হুমায়ুনও যেমন পড়েছিল। কবি বলেছেন অত্যাচার সহ্য করতে করতে অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষগুলিও একদিন প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে। সেদিন-ই ভেঙে পড়বে ধনিক শ্রেনীর সুখের সাম্রাজ্য এবং উত্থান ঘটবে খেটে খাওয়া গরিব, অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষের, তারাই গড়বে নতুন সমাজ।

২/ক) আলোচ্য অংশটি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত 'সিঁড়ি' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য অংশে 'আমরা' বলতে সিঁড়ির প্রতীকে সমাজের গরিব খেটে-খাওয়া শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলা হয়েছে।

খ) বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি বলেছেন যে সমাজের গরিব শোষিত শ্রেণীর মানুষেরা জানে যে পৃথিবীর কাছে চিরদিন চাপা থাকবে না বঞ্চিত শ্রেণীর অত্যাচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও মানবিক অবমাননা।

গ) কবি বলেছেন সমাজের গরিব খেটে-খাওয়া শোষিত, নিপীড়িত মানুষেরা সমাজের শীর্ষে শিখরবাসী অহংকারী ধনিক শ্রেণীর অত্যাচারকে সাবধান করে দিয়েছে। গরিব শ্রেণীর মানুষেরা বলেছে যে চিরকাল এইভাবে নিজেদের অত্যাচারের কাহিনীকে বড়লোকেরা গোপন রাখতে পারবে না। একদিন তা সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তারাও একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে এই মাটির বুকে গর্বোদ্ধত মোগল সম্রাট হুমায়ুনও যেমন পড়েছিল। সেদিন-ই ভেঙে পড়বে ধনিক শ্রেণীর সুখের সাম্রাজ্য এবং উত্থান ঘটবে খেটে-খাওয়া গরিব, অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষের, তারাই গড়বে নতুন সমাজ।

ঘ) আলোচ্য কবিতায় সমাজের শীর্ষে শিখরবাসী অহংকারী ধনিক অভিজাত বড়লোক স্বার্থপর শ্রেনীদের গরীব শ্রেনীদের ওপর নানা অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ধনিক শ্রেণীর মানুষেরা গরিব মানুষের পরিশ্রমের ফসল নিজেদের ঘরে তুলে চলেছে। এইসব গরিব মানুষদের কাঁধে ভর করেই বড়লোকেরা ঐশ্বর্যের শীর্ষে উঠেছে। কবির মতে মানুষ যেমন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় তেমনি বড়লোকরা গরীবদেরকে পীড়ন করে, তাদের মাড়িয়ে আরো ধনী হয়ে ওঠে আর নিচে পড়ে থাকে খেতে না পাওয়া, তাদের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত গরিব মানুষেরা। কবির মতে গরিব অবহেলিত মানুষদের শোষণ করেও ক্ষান্ত হয় না ধনিক সমাজ। তারা সুকৌশলে ঢেকে দিতে চায় তাদের অত্যাচারের চিহ্ন এবং তাদের অহংকারী, গর্বিত রূপটিকেও তারা আবৃত করে রাখে মেকী ভালোমানুষীর মাধ্যমে। কবি বলেছেন এইভাবে দিনের পর দিন বড়লোকেরা গরিব শ্রেণীদের অত্যাচার করে চলেছে।